রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩৯৪—বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চু গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

২। রওশন আরা বাচ্চুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/ ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক রওশন আরা বাচ্চু গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

রওশন আরা বাচ্চু ১৯৩২ সালে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক এবং ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া, তিনি বিএড ডিগ্রিও অর্জন করেন।

রওশন আরা বাচ্চু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্টে যোগ দিয়ে ছাত্ররাজনীতিতে সংযুক্ত হন। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ও ক্রিয়াশীল তৎপরতার ধারাবাহিকতায় তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং উইমেন স্টুডেন্টস রেসিডেন্সের সদস্য নির্বাচিত হন।

রওশন আরা বাচ্চু রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে চলা আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে সম্পৃক্ত হন। বিশেষ করে ইডেন মহিলা কলেজ এবং তৎকালীন ঢাকার নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রীদের সংগঠিত করে তিনি ভাষা আন্দোলন সংঘটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম ছাত্রীদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রওশন আরা। ২২ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদদের গায়েবানা জানাজা, শোক-মিছিল ও ২৩ ফেব্রুয়ারির হরতালসহ প্রতিটি কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন সরব, সক্রিয়, ব্যাপৃত ও প্রতিবাদমুখর।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী রওশন আরা বাচ্চু শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ঢাকার আনন্দময়ী স্কুল, লিটল অ্যাঞ্জেলস, আজিমপুর গার্লস স্কুল, নজরুল একাডেমি ও কাকলি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সর্বশেষ তিনি বিএড কলেজের অধ্যাপক হিসাবে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি 'বাঙালির ভাষা ও ভূখণ্ড' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়।

রওশন আরা বাচ্চুর মৃত্যুতে দেশ একজন দেশপ্রেমিক ভাষাসংগ্রামী ও বরেণ্য শিক্ষাবিদকে হারাল।

মন্ত্রিসভা রওশন আরা বাচ্চুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd